নাট্যশালার নিবেদন

অদ্ভুতুড়ে

রচনাঃ দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য্য

[An Original Play by Dibyendu Bhattacharya]

চরিত্রলিপিঃ

তৃনা

সনৎ (নেপথ্য)

ঠাকুমা (নেপথ্য)

টাকলু (নেপথ্য)

বটকেষ্ট

মৌটুসি

পচা

হেবো

নী রয়

নয়ন

তরঙ্গিনী পাকড়াশি

নীরঞ্জন মল্লিক

[একটি ঘরের মাঝামাঝি একটি টেবিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি চেয়ার। টেবিলে কিছু সাধারণ জিনিসপত্র এবং একটি টেলিফোন। ঘরের দুদিকে দরজা। চেয়ারে বসে তৃনাকে মোবাইল ফোনে ডায়াল করতে দেখা যায়। নাটকে left and right spot (LS+RS), central flood light এবং strobes-এর ব্যবহার রয়েছে।]

সনৎ: হেল্লো, বলছি
তৃনা: ফোন তুলছিলে না কেন? কতক্ষণ থেকে try করছি
সনৎ: একটু busy ছিলাম
তৃনা: Busy ছিলে? আমি ফোন করছি আর তুমি busy..... কিসের এত কাজ শুনি?
সনৎ: বলছি তো একটু দরকারী কাজ ছিল
তৃনা: তোমার আবার দরকারী কাজ, কর তো সেই কেরানিগিরি
সনৎ: সেটা দরকারী নয়?
তৃনা: বাজে কথা ছেড়ে বল কি করছিলে?
সনৎ: আমি ফোনে অন্য একজনের সাথে কথা বলছিলাম
তৃনা: কোই engaged tone এলো না তো? দিব্বি ring হচ্ছিল
সনৎ: আমি অন্য ফোনে কথা বলছিলাম
তৃনা: অন্য ফোন? তোমার কটা ফোন?
সনৎ: আমার আর একটা ফোন আছে
তৃনা: একদম বাজে কথা বলবে না, কি করছিলে বল?
সনৎ: বলছি ত ---
তৃনা; বল কি করছিলে?
সনৎ: আমি একজনের সাথে meeting করছিলাম, Happy?
তৃনা: না Happy নই; কার সাথে meeting হচ্ছিল শুনি? এত important কে? যে তুমি আমার ফোন তুলছিলে না?
সনৎ: সব কথা সবাইকে বলা যায় না
তৃনা: ও আচ্ছা, আমি সবাই? তা আপনটা কে শুনি? পাপড়ি?
সনৎ: তৃনা তুমি ---
তৃনা: তুমি পাপড়ির সাথে কথা বলছিলে? সত্যি করে বল?
সনৎ: হ্যাঁ - বলছিলাম
তৃনা: কোথায়?
সনৎ: Mani Square এ
তৃনা: কি!! আমি এতদিন বলছি নিয়ে যেতে, সব সময় বলছ সময় নেই সময় নেই আর তুমি পাপড়ি কে নিয়ে (কাঁদ কাঁদ স্বরে) কি কি খেলে?
সনৎ: মনে নেই...ইয়ে তৃনা.
তৃনা: তুমি কি করে পারলে? McDonald এ খেয়েছ নাকি? (কাঁদ কাঁদ স্বরে)
সনৎ: হা পাপড়ি বলল যে ওর আলু ভাজা খেতে খুব ভালো... ইয়ে তৃনা

তৃনা: ওমাগো!! (জোরে জোরে কাঁদে); তুমি আমাকে ছাড়া French Fry খেলে...ও মা......আমি কি করব...
সনৎ: ইয়ে তৃনা...আ ... আমি না... মানে অনেকদিন ধরেই বলব ভাবছিলাম..
তৃনা: কি বলব বলছিলে? Grand এ খাওয়াতে নিয়ে যাবে?
সনৎ: না ঠিক তা না ... আমি না ..
তৃনা: বল না গো? তুমি কি?
সনৎ: আমি পাপড়ি কে ভালোবাসি...আমরা দুজনে..ইয়ে বিয়ে করব
তৃনা: তুমি এই কথা বলতে পারলে? এতদিন একসথে আমরা..
সনৎ: Sorry তুমি বড্ড ঝগড়ুটে
তৃনা: আমি ঝগরুটে? (প্রচন্ড রেগে গিয়ে) আমি ঝগরুটে!! তোমার বাবা ঝগরুটে বংশ শুদ্ধ ঝগরুটে তুমি এখুনি এসে আমাকে MANI SQUARE এ নিয়ে যাবে, McDonald-এ গিয়ে একটা large French Fry order দেবে ---
সনৎ: sorry পয়সা নেই, পাপড়ি বকবে বাজে খরচা করলে
তৃনা: সনৎ তুমি এরকম করতে পার না আমি তোমার girlfriend, তোমার চিরদিনের প্রেয়সী
সনৎ: না গো এখন তুমি শুধু পড়শী
তৃনা: সনৎ তুমি আমাকে এভাবে dump করতে পার না, আমাকে কেউ dump করতে পারে নি
সনৎ: Sorry আমি just করলাম, bye ...... (ফোন কেটে যায়)
তৃনা: সনৎ! সনৎ! please এরকম কর না (কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে)

[নেপথ্য থেকে টাকলু ভূতের কন্ঠ শোনা যায়]

টাকলু: কাঁদিস না মা কাঁদিস না জীবনে কত ছেলে আসবে যাবে
[তৃনা চমকে ভয় পেয়ে উঠে দাড়ায়, পাশের ঘরের দরজা দিয়ে বটকেষ্ট বেরিয়ে আসে]
তৃনাঃ কে ও কথা বল্ল? [বটকেষ্টকে দেখে] ও আপনি? কি বাজে কথা বলছিলেন?
বটকেষ্টঃ [আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে তৃনার কথা শুনে মাঝখানে থমকে যায়] বা-বাজে কথা! কি বাজে কথা?
তৃনাঃ একদম ন্যাকামি করবেন না, আমি পরিষ্কার শুনতে পেয়েছি আপনি কি বলছিলেন-
বটকেষ্টঃ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি আপনাকে কি বললাম? আমি তো এই সবে ঘুম থেকে উঠলাম। সারা রাত না - ঘুম আসেনি জানেন,...
তৃনাঃ কেন, কার কথা ভাবতে ভাবতে সারা রাত জেগে কাটিয়েছেন?
বটকেষ্টঃ সে কথা বলতে আমার না বড় লজ্জা করে। আমার তো কেউ নেই...
তৃনাঃ দেখুন বটুকবাবু একদম চালাকি মারবেন না। আপনার সারাক্ষন ঐ দুঃখী দুঃখী ভাব দেখিয়ে sympathy টানার চেষ্টা করবেন না। আমি লক্ষ্য করেছি আমি এদিক ওদিক পেছনে ফিরলেই আপনি আজকাল উলটো পালটা comment করেন।
বটকেষ্টঃ (হতবাক হয়ে) আমি... comment… sympathy!!
তৃনাঃ এখন sympathy’র কার দরকার জানেন?
বটকেষ্টঃ কার?
তৃনাঃ আমার – আমার দরকার – আমি ভাবতে পারছি না আমি এখনো কথাবার্তা চালাচ্ছি-

টাকলুঃ ওটা কথাবার্তা নয় রে মা, ঝগড়া, ঝগড়া চালাচ্ছিস।
তৃনাঃ আবার বাজে কথা বলছেন?
বটকেষ্টঃ আমি কি বললাম?
তৃনাঃ আপনি বলেননি – তাহলে কে বলল?
বটকেষ্টঃ ইয়ে তৃনা দেবী? আপনার শরীরটা ভাল আছে তো?
তৃনাঃ ভাল থাকবে না কেন?
বটকেষ্টঃ ঐ যে বললেন না আপনার sympathy'র দরকার, আমারও সবসময় সেরকম মনে হয়। আমার কাছে অ্যন্টি-ডিপ্রেশান্ট আছে, আপনি নেবেন?
তৃনাঃ আপনি মানি স্কোয়ার গেছেন?
বটকেষ্টঃ মানি স্কোয়ার? না (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) এখনও যাইনি। গিয়েই বা কি হবে? কার সাথেই বা যাবো? আমার তো কেউ নেই, কি করব?
তৃনাঃ ফ্রেঞ্চফ্রাই খাবেন, আইস ক্রীম খাবেন
বটকেষ্টঃ ওসব তো আমার ঠিক পেটে সহ্য হয় না...
টাকলুঃ লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু!
তৃনাঃ শুনলেন? শুনতে পেলেন?
বটকেষ্টঃ কি শুনতে পাবো?
তৃনাঃ আপনি শুনতে পেলেন না, এইমাত্র কেউ বলল... আপনি কি কালা নাকি?
বটকেষ্টঃ কেউ বলল যে আমি কালা?
তৃনাঃ আরে না না... কেউ বলল যে "লোভে পাপ..."
বটকেষ্টঃ পাপে মৃত্যু... আরে জানি তো, আমার বাবা বলতো। বাবাগো আমায় ছেড়ে কোথায় গেলে?
তৃনাঃ এতো আচ্ছা ঝামেলায় পড়লাম। আপনার বাবা আবার কোথা থেকে এলেন?
বটকেষ্টঃ বাবা গো—বাবা (জোরে জোরে)

[কলিংবেল বাজে]

তৃনাঃ চুপ করুন, চুপ করুন... কে যেন এসেছে...
বটকেষ্টঃ বাবা এসেছে?
তৃনাঃ না! আপনার বাবা নয়... (দরজার দিকে গিয়ে) কে?
মৌটুসিঃ তি, আমি টুসি, দরজা খোল।
তৃনাঃ খোলা আছে, চলে আয়।

[মৌটুসি প্রবেশ করে]

মৌটুসিঃ একিরে, দরজা হাট করে খোলা... যদি চোর এসে সব নিয়ে যায়?
বটকেষ্টঃ কি বা নেবে চোরে? কি বা আছে আমার... বাবা গো

[বটুক ভেতরে চলে যায়, মৌটুসি সেদিকে তাকিয়ে তৃনার দিকে ঘুরে বলে]

মৌটুসিঃ কি cute না? ভাল আছিস বটে!

[তৃনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মৌটুসি বলে চলে]

লোকটা একটু দুঃখ দুঃখ ভাব করে বটে কিন্তু বেশ cute আছে, আমাকে এরকম একটা roommate জোগাড় করে দে না রে।

তৃনাঃ টুসি আজ সনৎ ফোন করেছিল।

টুসিঃ ওমা, কি cute; সত্যি তুই কি lucky একেবারে ঘরে বাইরে চালাচ্ছিস – কোথা থেকে ফোন করেছিল?

তৃনাঃ মানি স্কোয়ার থেকে।

টুসিঃ ও ... ও মা ... আ 'মানি স্কোয়ার'!! যাচ্ছিস তোরা দুজনে? কি cute ... এই আমাকে নিয়ে যাবি... আমি তোদের একদম ডিস্টার্ব করব না...

তৃনাঃ টুসি, সনৎ এর সাথে পাপড়ি গেছে-

টুসিঃ পাপড়ি? খুব cute কিন্তু মেয়েটা-

তৃনাঃ টুসি সনৎ আজ আমাকে dump করেছে-

টুসিঃ ওমা, কি cute! না না... আই মীন খুব বাজে খুব বাজে! কিন্তু কেন?

তৃনাঃ (দাঁতে দাঁত চিপে) সনৎ এখন পাপড়ির সাথে...

টুসিঃ ও ও – কি বদমাইশ মেয়েটা... দেখে বেশ cute মনে হয় কিন্তু খুব পাজী খুব পাজী, তুই মন খারাপ করিস না, (একটু থেমে) তাছাড়া তুই একা হাতে আর কতই বা সামলাবি?

তৃনাঃ (অবাক হয়ে) তার মানে?

টুসিঃ [ইঙ্গিতে বটুকের দরজার দিকে দেখায়]

বটুকঃ [ঘরের ভিতর থেকে] বাবা গো বাবা...

তৃনাঃ (চোখ গরম করে)

টুসিঃ না না আবার রাগ করিস না। আচ্ছা শোন আমার একটা ক্লাস আছে কলেজে, সেটা করেই আমি চলে আসবো। তুই একদম মন খারাপ করবি না।

তৃনাঃ শনিবারে ক্লাস?

টুসিঃ স্পেশাল ক্লাস, যাব আর আসব, দরজা টা বন্ধ করে দে।

[টুসি বেরিয়ে যায়, তৃনার ফোন রিং হয়]

তৃনাঃ হ্যালো

কমলা: সমত্ত মেয়ে এতদিন বিয়া নাই করস কি?

তৃনাঃ আপনি আবার ফোন করেছেন?

কমলা: করুম না ক্যান? নাতনিরে ফোন করুম না তো কারে করুম?

তৃনাঃ দেখুন কতবার বলেছি আমি আপনার নাতনি না

কমলা: তর নাম বিপাসা নয়?

তৃনাঃ না

কমলা: মস্করা করস আমার সাথে?

তৃনাঃ আমি আপনার সাথে একটুও মজা করছিনা দিদিমা...এটা রং নাম্বার

কমলাঃ এমন ক্যান করস, দুপাতা বিদ্যা নিয়া কি হইব, বিয়া কর, তর বাপ মায়ে কান্দে

[স্টেজের আলো নিভে যায়, All lights off]

তৃনাঃ দেখুন আপনার সাথে কথা বলতে পারছিনা না; আমাদের লোড শেডিং হয়ে গেছে [ফোন কেটে দেয়] ওফ টর্চটা কোথায় গেল

[তৃনা টর্চ খুজতে থাকে]

তৃনাঃ এই তো টর্চটা

[LS+RS RED, strobe ON, central light OFF]

[নেপথ্যে music হয়, টাকলু ভূত এসে স্টেজে নাচতে থাকে]

তৃনাঃ ওমা গো

[টাকলু নাচের পর অদৃশ্য হয়]

[LS+RS and central light ON, all white]

তৃনাঃ ভূত ভূত!

টাকলুঃ [নেপথ্য থেকে] আমি টাকলু

তৃনাঃ টাকলু? আমি তো কোন টাক দেখতে পাচ্ছিনা

টাকলুঃ এখন দেখবি কি করে? টাক আমার ছিল, টাকাও ছিল যখন জ্যান্ত ছিলাম, তাই লোকে টাকলু মস্তান বলে ডাকত।

তৃনাঃ আপনি জ্যান্ত নন? দেখতে পাচ্ছিনা কেন?

টাকলুঃ মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে পাবি যেমন আমার নাচ দেখতে পেলি একটু আগে।

তৃনাঃ কিন্তু কেন আপনি আমাকে দেখা দিলেন?

টাকলুঃ আসলে আমার তোকে বড় ভাল লেগেছে তাই ভাবলাম তোর সাথে মোলাকাত করি, হয়ত তোর কোন কাজে লাগতে পারি

তৃনাঃ মানে অনেকটা আলাদিন এর দৈত্যের মত

টাকলুঃ খানিকটা

তৃনাঃ তার মানে আমি এখন চাইলে আপনি মানি স্কোয়ারের ম্যাকডোনাল্ড থেকে French fry এনে দেবেন?

টাকলুঃ না

তৃনাঃ বেদুইনের চিকেন টিক্কা রোল?

টাকলুঃ না

তৃনাঃ পুঁটিরামের কচুরি?

টাকলুঃ না

তৃনাঃ গোলবাড়ীর কষা মাংস?

টাকলুঃ না রে বাবা, থুড়ি না রে মা না

তৃনাঃ তাহলে আপনাকে দিয়ে আমার কাজ কি? কি লাভ?

টাকলুঃ আমি লজিস্টিক support দেব

তৃনাঃ কি? তার মানে কি? সনতের ঘাড় মটকাতে পারবেন?

টাকলুঃ না

তৃনাঃ পাপড়ির?

টাকলুঃ না না না

তৃনাঃ দূর তাহলে আপনি কিরকম ভুত? কি পারেন আপনি?
টাকলুঃ আমি information দেব
তৃনাঃ information? তা দিয়ে লাভ কি?
টাকলুঃ একটু পরেই বুঝতে পারবি তাতে কি লাভ হাঃ হাঃ হাঃ
তৃনাঃ টাকলু বাবু? কোথায় গেলেন?

[বটুক ঘর থেকে বেরিয়ে আসে]

টাকলু ভুত? আরে এই টাকলু!
বটুকঃ ইয়ে তৃনাদেবী আমি জানি আপনি আমার ওপর রেগে আছেন, তা বলে আমায় টাকলু বলে সম্বোধন করাটা কি ঠিক? আমার মাথা দেখুন..দেখুন [মাথা দেখায়]..কোনো টাক দেখতে পাচ্ছেন?
তৃনা: না, পাচ্ছি না।
বটুক: তবু আপনি আমায় টাকলু বলবেন? আর বলবেন নাই বা কেন? আমার তো কেউ নেই..
তৃনা: উফ্, আবার শুরু হল..দেখুন বটুক বাবু, আপনাকে আমি টাকলু বলিনি।
বটুক: বলেন নি..তো টাকলু, এই টাকলু বলে চ্যাঁচাচ্ছিলেন কেন?
তৃনা: আমি অন্য আরেকজনকে ডাকছিলাম।
বটুক: অন্য আরেকজনকে ডাকছিলেন! এই ঘরে আমি আর আপনি ছাড়া আর কেউ আছে কি?

[পচা চোর বটুকের ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে]

পচা: এই আমি আছি
তৃনা: তুই কে?
পচা: কে আবার? আমি চোর – আপনাদের ঘরে এসেছিলাম চুরি করতে.. কিন্তু যা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছেন, তাতে শান্তিতে কাজ করার কি জো আছে?
বটুক: আচ্ছা ঠ্যাটা চোর তো! দিনে দুপুরে চুরি করছে!
পচা: রাত দুপুরে চুরি করলে কোন অসুবিধা নেই, আর দিনে দুপুরে চুরি করলেই অসুবিধা? আর তাছাড়া আপনাদের ঘর যা অন্ধকার, দিন আর রাত সমান।
তৃনা: বটুকবাবু, পুলিশে ফোন করুন তো..দিনে দুপুরে চুরি করছে!
পচা: যেখানে মন চায় ফোন করুন। আর চুরির কথা বলছেন..ঘরে আছেটা কি যে চুরি করব? এতক্ষণ ধরে এত খেটেখুটে এনার ঘর থেকে পেলাম দুটো গেঞ্জি, দুটো জাঙ্গিয়া আর ওয়ালেটের ভেতর থেকে একটা আধপোড়া বিড়ি।
তৃনা: আপনি ঘরের মধ্যে বিড়ি খান বটুকবাবু?
বটুক: বিশ্বাস করুন...
তূণা: আর শোন (পচাকে), আমার ঘরে ঢের বেশী জিনিস আছে
পচা: তবে একবার খুঁজে দেখব?
তৃনা: তবেরে..বটুকবাবু ফোন করুন তো..পুলিশে ফোন করুন।

[বটুক পুলিশকে ফোন করে]

পচা: বললাম তো..যেখানে ইচ্ছা ফোন করুন..কিচ্ছু হবে না।

তৃনা: তোর তো খুব সাহস!বুক ফুলিয়ে চুরি করছিস! তুই তো ডাকাত!

পচা: দেখুন গালাগাল দেবেন না; চুরিটা একটা আর্ট, সেটাকে ডাকাতি বলে খাটো করবেন না। আপনি কি আমার হাতে বন্দুক দেখছেন? ছুরি, চাকু দেখছেন? দেখছেন না তো? সেসব ডাকাতরা ব্যবহার করে, কিন্তু আমরা চোরেরা – স্রেফ হাত।

বটুক: পুলিশ এসে পড়বে এখুনি।

তৃনা: বাঃ বেশ ভালো, অন্তত ওর বক্তৃতাটা থামবে।

[central light suddenly turns off, LS+RS red on Trina with a ghost track music]

বটুক: তৃনা, কি হল?

পচা: ভিরমি খাবে বোধহয়।

তৃনা: [পচাকে লক্ষ্য করে] তোর নাম পচারাম ধর-

পচা: ঠি..ঠিক

তৃনা: বাবার নাম ন্যচারাম ধর, বাড়ি পাটুলি। ঘরে তিনবোন, দুই ভাই, আরেকটা নেড়িকুত্তা-নাম হাফপ্যান্ট।

পচা: মাইরি…পুরো বাওয়ালি..কি করে বলছেন গুরু (জিভ কেটে)গুরুর স্ত্রীলিঙ্গ কি?

বটুক: গুরি হবে বোধহয়।

তৃনা: বিস্কুট কারখানায় দুবছর কাজ করার পর হাফ কেজি লেড়ো বিস্কুট চুরির অভিযোগে তোর চাকরি যায়।

পচা: এই, কি হচ্ছে মাইরি- কেঁদে ফেলব কিন্তু এরকম করলে।

বটুক: তৃনাদেবী..তৃনা, তোমার কি হল..কি করি..আমার যে কেউ নেই

তৃনা: দেড় বছর জেল খাটার পর দোকান থেকে চিংড়ী চুরির জন্য চীনাম্যানেরা তোর পশ্চাদদেশে ‘ছিঁচকে’ লেখা ট্যাটু এঁকে দিয়েছে –

পচা: হেবোদা…মাগো..বাবাগো..

[পচা পালিয়ে যায়, LS+RS white, central light ON]

টাকলু: শেষের আইটেমটা না বললেও পারতি, হেভিডোজ হয়ে গেল।

তৃনাঃ কি করে বুঝব? আপনি তো সব মনে মনে বলে দিচ্ছেন - আর আমি উগরে দিচ্ছি

টাকলুঃ তোকেও একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে, ... হা হা হা

[শব্দ মিলিয়ে যায়]

তৃনাঃ টাকলুবাবু, টাকলুদা....

বটুকঃ তৃনা, তুমি আবার আমায় টাকলু বলছেন!

তৃনাঃ উফ্ ... প্রথমত, আমি আপনাকে টাকলু বলিনি ... দ্বিতীয়ত আপনাকে ঠিক করতে হবে যে আপনি আমায় আপনি বলবেন না তুমি বলবেন? এখন দুটো মিশিয়ে বলছেন ....

বটুকঃ আপনিই বলব ... আমার তো আর তুমি বলার কেউ নেই....

তৃনাঃ দয়া করে আর তোমার দু:খের কাহন শুরু কোরো না ... আর, তুমি আমাকে ‘তুমি’ বলতে পার...

বটুকঃ পারি! এই খুব ভালো লাগলো জানো...

তৃনাঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে ...

বটুকঃ কিন্তু তোমার কি হয়েছিল? তুমি ওরকম করছিলে কেন?

তৃনাঃ আরে আমায় না ভূতে ভর করেছে...
বটুকঃ আ... বল কি?
তৃনাঃ হ্যাঁ ... আর ভূতটার নাম টাকলু!
বটুকঃ ওহ্ ... তাই তুমি ওমন টাকলুদা টাকলুদা করছিলে, আর আমি ভাবছি তুমি আমায় বলছ ... কি বোকারাম আমি!
টাকলুঃ তা এই শেষের কথাটা বটুক কিছু মন্দ বলেনি ....
তৃনাঃ (মুখ চাপা দিয়ে হাসে) হি হি হি ...
বটুকঃ হাসছ য়ে বড়?
তৃনাঃ কিছু না ... এমনি ও নিয়ে চিন্তা করো না

[হেবো পচাকে নিয়ে প্রবেশ করে]

পচাঃ হেবোদা, এই য়ে এই ঘরে ...
তৃনাঃ একি কি ব্যাপার? আবার সেই চোর, সঙ্গে কে? তোমাদের সাহস তো কম নয়!
হেবোঃ ইয়ে ... দেখুন ম্যাডাম এট্টু সম্মান দিয়ে কতা বলবেন ...অধমের নাম হাবুল দাস!
পচাঃ আমরা বলি হেবোদা
বটুকঃ আমরা জানি হেবো মস্তান বলে!
তৃনাঃ মস্তান?
হেবোঃ আরে দুঃখীদা, আপনার দুঃখু ছেড়ে আমার বিজনেসে এ জল ঢালছেন কেন?
বটুকঃ কিসের বিসনেস?
হেবোঃ চোর আমায় বল্ল যে ....
পচাঃ এই কি হচ্ছে?
হেবোঃ সরি ... ইয়ে পচা আমায় বল্ল যে ম্যাডামের ওপর নাকি শনি ... সরি ইয়ে বট্‌ঠাকুর ভর করেছেন?
বটুকঃ শনি নয়, শনি নয়, টাকলু!
হেবোঃ টাকলু?
বটুকঃ হ্যাঁ ভূতে ভর করেছে ... ভূতের নাম 'টাকলু'
তৃনাঃ চুপ করো না তুমি, পেটে কি কোন কথা থাকে না নাকি?
হেবোঃ টাকলু ... টাকলু ... নাহ্ 'টাকলু' তো ঠিক মনে পড়ছেনা! পচা...?
পচাঃ গোবিন্দ ঘোষাল নয় তো? বড় টাক ছিল ...
হেবোঃ হতে পারে ... কিন্তু তার কি টাক ছিলো?
পচাঃ ছিল না? এই এত্ত বড় টাক ছিলো, তেল দিয়ে চকচকে করে রাখতো...
হেবোঃ আমার তো মনে পড়ছে একটা বড় ভুঁড়ি ছিলো

[LS+RS Red, Central Off]

তৃনাঃ তোর বাবার ভুঁড়ি ছিলো রে হাবুল দাস। তোর বাবার নাম ছিল কাবুল দাস... লোকে তাকে ক্যাবলা বলে জানত। তার বাবার নাম ছিল নাবুল দাস... লোকে তাকে ন্যাবলা বলে জানত। তেলের মধ্যে জল মেশানোর অভিযোগে তার জেল হয়ে ছিল।
পচাঃ হেবোদা, দেখলে?

হেবোঃ (হাত ঘষতে ঘষতে, হাসি মুখে) দেখলাম রে পচা, আর শুনলামও বটে!

পচাঃ মনে হয় গোবিন্দ ঘোষালই হবে, ভুঁড়ি ছিলো বলায় চটে গিয়ে তোমার বাবার ভুঁড়ি নিয়ে টানাটানি করছে

হেবোঃ চোপ শালা ... গোবিন্দ হোক আর যেই হোক হাতে পুরো খনি এসে গেছে রে পচা!

পচাঃ খনি? কি রকম?

হেবোঃ বলছি বলছি ... এই যে দুঃখীদা, তা আপনিই কি এখন ম্যাডামের মিস্টার?

পচাঃ না না! বেপাড়ার ছেলে আসে, মাঝে মাঝে দেখেছি ...

হেবোঃ সেটা আজ সকালে কেটে গেছে!

তৃনাঃ কি?

পচাঃ তোমাকেও কি ভূতে ভর করলো নাকি হেবোদা?

হেবোঃ দ্যাখ পচা, আমাদের সব হিসাব, সব খবর আপ টু ডেট রাখতে হয়... কত্ত রকমের কারবার সামলাতে হয় জানিশ? পাড়ার কোন অ্যাসেট কোথায়ে যাচ্ছে, বেপাড়ার থেকে কে আসছে?

তৃনা: পরের ব্যাপারে এতো নাক গলানোর কি দরকার?

হেবোঃ বিজনেস মাডাম বিজনেস

তৃনা: ইচ্ছে হচ্ছে তোমার মুখে ...

হেবোঃ ফুলচন্দন দেবেন?

তৃনা: না, নুড়ো জ্বেলে দিতে!

হেবোঃ দেখুন মাডাম আমি ছেলেটা খারাপ না, নেহাত জিন্সটা পুরনো, জামাটা ফাটা আর দাড়িটা কাটা হয়েনি.........নাহলে দুখীদার বদলে আমার দিকেই ঢোলে পড়তেন আপনি।

তৃনা: এক থাপ্পড় মারবো!

হেবোঃ এই বাঁচাও ...চোর কোথায়ে গেলি?

পচাঃ এই যে হেবোদা

তৃনা: এবারে চোর আর চোরের দাদা বেরো আমার বাড়ী থেকে – বটুক বাবু পুলিশ ডাকুন।

বটুকঃ পুলিশ তো কতক্ষন ডেকেছি...এখনো এলো না!

নীঃ পুলিশ এসে গেছে। কই চোর কই?

বটুক ও তৃনাঃ এই যে এই(পোচা ও হেবোকে দ্যাখায়ে)

পচাঃ আরিব্বাস মেয়ে পুলিশ...হেবোদা আমার কতদিনকের স্বপ্ন মেয়ে পুলিসের হাথে ধরা পড়ি...আপনার হাতকড়া আছে মাডাম?

নীঃ আছে আছে ...ও হেবো বাবু (গদ গদ হয়ে)কতদিন দেখা করেন নি?

হেবোঃ (পকেটের মানিব্যাগ থেকে একটা একটা করে নোট দিতে থাকে) সময় হচ্ছিলো না মাডাম, এইটা আপনার স্নো পাউডারের জন্য, এইটা আপনার লিপ্সটিকের জন্য আর এইটা –

নী: কি? কিসের জন্য? (গদ গদ হয়ে)

বটুক: দিনে দুপুরে ঘুষ !

পচা: মেয়ে পুলিস ঘুষ খাচ্ছে! আই ব্বাস!

তৃনা: যাচ্ছেতাই

নী: কিসের জন্য এটা হেবোবাবু ?

হেবো: নাচ করার জন্য

সবাই: নাচ?

নী: কিসের নাচ? সারাদিনই তো এই চোর ছ্যাঁচড় নিয়ে নাচানাচি লেগেই আছে!

[মৌটুসী প্রবেশ করে]

মৌটুসী: ক্লাস হলো না, strike.... ওমা হেবোদা! কি cute ...জানিস তৃনা এই ছেলেটা না আমায় রাস্তায় দেখলেই না চোখটা এরকম এরকম করে (চোখ মেরে দেখায়) কি cute না!

তৃনা: (হেবোর সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে) হেবো বাবু আপনার অসভ্যতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে .. বলুন আপনার কি বলার আছে?

বটুক: হ্যাঁ বলুন ...একলা অসহায় মেয়েকে দেখে ...

মৌটুসী: আমি অসহায় নই

হেবো: ইয়ে ব্যাপার হচ্ছে কি ....

পচা: কাঁকড়

হেবো: হ্যাঁ আমার চোখে মাঝেমাঝে কাঁকড় ঢুকে যায়

তৃনা: কাঁকড় ঢুকে যায় ? এবারে আমি আধলা ইট ঢুকিয়ে দেবো

পচা: বাবা একে ঝগড়াটি মেয়ে তায়ে ভূতে ভর করেছে ...হেবোদা সাবধান !

হেবো: ইয়ে দেখুন মাডাম

নী: নাচের কি হলো ?

হেবো: হ্যাঁ নাচ ...বলছি

মৌটুসী: নাচ হবে? কি cute আমি নাচব

হেবো: হ্যাঁ আপনিও নাচবেন

তৃনা: কিসের নাচ?

হেবো: সন্নাসিনীর সঙ্গিনীর নাচ

বটুক: কে সন্নাসিনী ?

হেবো: উনি (তৃনা কে দেখায়)

তৃনা: আমি সন্নাসিনী?

হেবো: আরে চটছেন কেন ...আপনার তো এখন ভর হচ্ছে ...লোকের সব কিছু বলে টলে দিতে পারছেন – পারছেন তো ?

তৃনা: হ্যাঁ

নী: কার কি বলে দিতে পারছে ?

তৃনা: আপনার পকেটে এখন তিন হাজার তেত্রিশ টাকা চার আনা আছে ....পুরোটাই ঘুষের ..আপনার বুকপকেটে যে লিপস্টিকটা আছে সেটা আপনি মেয়ে পকেটমার মালতির থেকে নিয়েছেন I

নী: বাব্বাহ

হেবো: ইয়ে পুলিসদি , প্লিজ একটু disturb কম করুন ..আমরা একটা বিজনেসের কথা বলছি

পচা: ইয়ে কথা বলতে হয়ে আমার সাথে বলুন না

হেবো: এই চোর বাজে কথা রেখে যা ছেলেপুলেকে খবর দে ..বল এখানে আসতে আর নয়ন রিপোর্টারকেও খবর দে যা।

পচা: যাচ্ছি...আর একটা কথা, সকলের সামনে চোর চোর করবে না তো

[পচা বেরিয়ে যায়]

হেবো: যা বলছিলাম, আপনাকে আমরা সন্ন্যাসিনী করবো

বটুক: তাহলে আমি কি করবো?

হেবো: ও দুখীদা এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই | উনি সত্যি সত্যি সন্ন্যাসিনী হচ্ছেন না | উনি শুধু গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষের মালা পরে বসে থাকবেন

তৃনা: আমি গেরুয়া পরব? [কোমরে হাত দিয়ে]

হেবো: আরে চটছেন কেন? সবসময় পরবেন না. যখন খদ্দের আসবে তখন

টুসি: খদ্দের! ওমা খদ্দের কিসের?

হেবো: ওফ, এই simple জিনিষ বুঝছেন না? লোকে ওনার কাছে এসে সব সমস্যার কথা বলবে, উনি ভূতের সাহায্যে সব বলে দেবেন, আর লোকে দক্ষিনা দেবে

টুসি: দক্ষিনা! ওমা কি cute

হেবো: হ্যাঁ ... আর সেই দক্ষিনাই হোলো আমাদের income. প্রথমের সব ইনভেস্টমেন্ট আমিই করবো— সাইনবোর্ড, খবরের কাগজে রিপোর্ট--সব কিছু. তারপর ইনকামের 70% আমার, আর ম্যাডাম 20%, বাকীরা 10%

তৃনা: না 80% আমি, 20% বাকিটা আপনার

হেবো: মরে যাবো একদম, 40% নিন

তৃনা: 80% নাহলে কিছু করবো না

হেবো: কি আর করা...যাকগে সেই সন্ন্যাসিনীর একটা নাম ঠিক করতে হবে; theme song করতে হবে...আর তার সাথে আপনারা নাচবেন

টুসি: ওমা কি দারুন | কি নাম হবে ওর?

হেবো: 'মা তিনা'

তৃনা: আমার নাম 'তৃনা'

হেবো: এত শক্ত নাম কেউ বলতে পারবে না, তাই আপনার নাম হবে 'মা তিনা'

নী: আর theme song?

হেবো: Theme song....সেটাও মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি [গান ধরে]
"ভজ জীবনো মরনো মাতিনা রে
ভজ ঢপবাজি, গুলবাজি ঘরে ঘরে
ভজ ছিচকেমি, ডেপোমি প্রাণভরে

খাও পেয়াজি আর লাল দই থরে থরে "

[তৃনাকে ঘিরে নী আর টুসি নাচতে থাকে, আর হেবোর গলায় সবাই সুর মেলায়]

"মনে প্রশ্ন বা দুঃখ যা আছে জমে
ঝেড়ে কাশো মাতিনার চরনো ভূমে
সমাধান মিলে যাবে হাতে নাতে
শুধু ট্যাঁক খালি কর সবে এ সুখ পেতে"

হেবো: কেমন লাগল?

টুসি: অসাধারণ হেবোদা

হেবো: অনেক কাজ আছে...শুধু বসে থাকলে হবে না. সাইনবোর্ড বানানো আছে, গেরুয়া, রুদ্রাক্ষ, অনেক কিছু....

[ফোন আসে, হেবো ফোনটা ধরে]

হ্যালো?

কমলা: সমত্ত মাইয়া আর কতদিন বিয়া না কইরা থাকবি মা?

হেবো: সেরেছে...রং নাম্বার দিদিমা

কমলা: তুই বিপাশা নস?

হেবো: না আমি হেবো, সমত্ত জোয়ান

[ফোন রেখে দেয়]

যাকগে যাক, পায়ের তলায় ঘাস গজাতে দেওয়া উচিত নয়...সব যোগারজন্তর সেরে ফেলি. পুলিশ দি আর মৌটুসী আপনারাও যাবেন নাকি? আপনাদের গেরুয়া ইউনিফর্মটা চয়েস করে নেবেন.

টুসি ও নী: চলো

হেবো: ম্যাডাম [তৃনা কে] আপনার ড্রেস সব কিছু আমিই নিয়ে আসছি. আপনি ততক্ষণ একটু দুখিদার সাথে নিরালায় কথা সেরে নিন

তৃনা: এক থাপ্পড় মারব!

হেবো: ওরে বাবারে, চলুন চলুন সব--

[হেবো, টুসি ও নী প্রস্থান করে]

টাকলু: খেলা তো জমে গ্যাছে রে

তৃনা: আপনিই তো জমিয়ে দিয়েছেন

বটুক: সত্যি বলছো?

তৃনা: আরে ধুর, তোমাকে বলছি না. টাকলু দা, টাকলু দা...যা কোথায় গেলে?

বটুক: আবার সেই টাকলু ভূত?

তৃনাঃ আচ্ছা বটুকবাবু আমার একটা কথা কেবল মনে হচ্ছে -

বটুকঃ আবার বাবু কেন? তুমি আমাকে কেবল বটু বলে ডেকো আর আমি তোমায় বোলবো 'তিনি' বলে বেশ একটা ইয়ে ইয়ে ভাব আসবে...

[পচা প্রবেশ করে]

পচাঃ পুরো জমে ক্ষীর!
তৃনাঃ কি?
পচাঃ কিছু না হেবোদা কই?
বটুকঃ সব যোগাড়যন্ত্র করতে গেছে
পচাঃ ঠিক আছে, তবে আমিও যাই, রিপোর্টার আসবে এখন।

[পচার প্রস্থান]

বটুকঃ বাব্বা! রিপোর্টার!!
তৃনাঃ যত সব অদ্ভুতুড়ে ব্যাপার, কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছিলাম এই যে টাকলু ভূত আমাদের এই ভাবে হেল্প করছে তার কারণটা কি?
বটুকঃ তোমাকে ওর ভাল লাগে! ব্যাস! তোমাকে কার না ভাল লাগে 'তিনি' –
তৃনাঃ হ্যাগো বটু...

[All lights OFF, দুজনে হাসে, LS, RS, Central আস্তে আস্তে নিভে স্টেজ অন্ধকার হয়ে যায়ে। LS, RS আবার আস্তে আস্তে জ্বলে ওঠে। স্টেজে নয়ন রিপোর্টার (কাঁধে ক্যামেরা) ও পচা চোর কে দেখা যায়ে। All lights on.]

নয়নঃ ইয়ে পচাবাবু - আপনার ওই চৌর্যবৃত্তির অভিজ্ঞতার ওপর যে ইন্টারভিউটা দেবেন বলেছিলেন ... আজও সেটা কিন্তু দেন নি।
পচাঃ চুরি চামারির আবার ইন্টারভিউ। কি যে বলেন নয়ন দা।
নয়নঃ আরে তাতে কি আছে? চুরি করা হল একটা আর্ট। আমি কতদিন হল একজনের মন চুরি করতে চাইছি – পারছি কই, বুঝলেন চুরিটা একটা আর্ট।
পচাঃ নয়ন দা, আপনিই আমাদের কদর বুঝবেন।

[হেবো প্রবেশ করে]

হেবোঃ যাক সব ঝামেলা শেষ, সব রেডি... এই যে চোর –
পচাঃ হেবোদা সকলের সামনে চোর চোর করবেনা তো –
হেবোঃ ও, প্রেস্টিজে লাগে বুঝি? এখানে সকলে বলতে আছে কে শুনি – আছে ত শুধু নয়ন।

[টুসি প্রবেশ করে, সাথে নী। দুজনের পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবী; নী রয় তার পুলিশের টুপি ও বেল্ট পাঞ্জাবীর উপরে পরেছে; পচাকে নী-র পাশে গিয়ে নিঃশব্দে কথা বলতে দেখা যায়ে।]

টুসিঃ [দুহাতে তালি দিয়ে] ওমা নয়ন দা, কতদিন পরে দেখা
নয়নঃ কই, আজ সকালেই তো দেখা হল?
টুসিঃ চুপ! তৃনা জানে না ... বলেছি ক্লাস করতে গিয়েছিলাম... তারপর কেমন আছো?
হেবোঃ পচা, এখবরটা তো আসেনি আমার কাছে –
নয়নঃ তা আছি ভালই ... ওয়েল্, তোমরা সব এই বেশে?
টুসিঃ নাচ গান হবে, তৃনার উপর ভূত ভর করেছে তো!
নয়নঃ ভূত! [কাগজ-কলম বার করে] কোন ভূত?

হেবোঃ টাকলু ভূত!

নয়নঃ টাকলু? সে আবার কি? ভূতের কি টাক আছে?

হেবোঃ সেটা Secret ... বোধহয় আগের জন্মে ছিল?

নয়নঃ ভূতের আগের জন্ম? ভূত কি জাতিস্মর?

হেবোঃ আরে দূর! এ তো আচ্ছা ক্যাচাল হল রে ভাই –

[বটকেষ্ট প্রবেশ করে]

বটুকঃ এ কে?

হেবোঃ রিপোর্টার, কাগজের রিপোর্টার।

বটুকঃ রিপোর্টার না ফোটোগ্রাফার?

টুসিঃ ও হোলো নয়ন দা, খুব সুন্দর ছবি তোলে।

নয়নঃ আমি রিপোর্টারও বটে, ফোটোগ্রাফার ও বটে, অল ইন ওয়ান, ফ্রম 'প্রতিমিনিট'।

বটুকঃ প্রতিমিনিট?

নয়নঃ আমাদের কাগজের ইন্টারনেট এডিসন প্রতি মিনিটে আপডেট হয়। তাই নাম 'প্রতিমিনিট'।

[তৃনা প্রবেশ করে, পরনে গেরুয়া আআর রুদ্রাক্ষ]

নয়নঃ আরে তৃনা যে – তা সন্নাসিনীর বেশে কেমন লাগছে?

বটুকঃ খুব খারাপ লাগছে।

তৃনাঃ ভালই লাগছে নয়ন... বটু, সবসময় ওরকম কান্না কান্না ভাব কর না তো।

টুসিঃ 'বটু'! ওমা! কি cute!

হেবোঃ হয়েছে হয়েছে অনেক আলাপ পরিচয় হয়েছে, এবার কাজের কাজ শুরু করতে হবে। চোর, এদিকে আয়।

পচাঃ কি হয়েছে কি? নিরিবিলিতে একটু পুলিশের সাথে গল্প করছি – ওমনি চোর চোর – বলেছি না যে –

হেবোঃ আচ্ছা আচ্ছা... পচা। পচা আমাদের বাইরে থেকে খদ্দেরদের ভিতরে নিয়ে আসবে, খদ্দের ঢোকা মাত্র আমাদের থীম সং দু-এক লাইন হবে, নয়ন তাকে এক-দুটো প্রশ্ন করবে, তারপর সে মাতিনার কাছে তার সমস্যা বলবে, সমস্যার সমাধান হলে আমি ফী-টা নিয়ে নেবো।

বটুকঃ খদ্দের এসেছে?

পচাঃ প্রচুর... বাইরে বিশাল লাইন।

হেবোঃ ব্যাবসা ভালই জমবে! – রেডি মাতিনা?... সবাই রেডি?

সবাইঃ রেডি!

হেবোঃ গান শুরু! – আর পচা, যা প্রথম লোককে ঘরে নিয়ে আয়ে –

[গান শুরু হয়, নী আর টুসি তৃনার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে নাচে]

"ভজ জীবনো মরনো মাতিনা রে,
ভজ ... ... "।

[তরঙ্গিনী পাকড়াশী হাতে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে পচার সাথে প্রবেশ করে]

তরঙ্গিনীঃ মা – মা - আপনি কোথায়ে আছেন?

হেবোঃ এদিকে আছেন – ফী-টা?

[হেবো হাত বাড়ায়, তরঙ্গিনী একটা প্যাকেট হেবো কে দেয়]

পচাঃ মিষ্টিটা দেবেন না?

তরঙ্গিনীঃ না ওটা মাকে দেবো।

বটুকঃ মা মিষ্টি খান না, সুগার হাই!

তর: এ স্পেশাল মিষ্টি এতে সুগার নাই – ন্যাচারালি sweetened

নয়ন: ইম্পোর্টড?যাক গে আপনার নাম ?

তর: তরিঙ্গণী পাকড়াশী, আমার একটি মহিলা উন্নয়ন সমিতি আছে ।

নয়ন: উন্নয়ন —(নোট করে নিতে নিতে) এছাড়া আর কিছু ?

তর: আছে আছে ওসব কথা জোরে বলতে নেই (ফিস ফিস করে)

নয়ন: (জোরেজোরে) আস্তে আস্তে বলতে হয় বলছেন ?

তর: হ্যাঁ জানেন তো সবই –

নয়ন: তা কিসের ব্যাবসা সেটা?

তর: ইম্পোর্ট/export সবই তো বোঝেন ,আজকাল গ্লোবালাইজেশনের যুগ—

নয়ন: হম—তো কিসের ইম্পোর্ট/export হয় ।

তৃণা: তোর তো শুধু export ই জানতাম রে ইম্পোর্ট কবে থেকে শুরু করলি—
(নয়নকে উদ্দেশ্য করে)জিনিষ নয় মানুষ বুঝলে?

তর: (গদগদ স্বরে)একদম ঠিক বলছেন মা, আপাতত export–ই করছি , ইম্পোর্ট
এও নামবো শীঘ্রই—

পচা: শালা –বাচ্চা মেয়েদের উন্নয়ন সমিতির নামে ভুলিয়ে এনে –

হেবো: পাকড়াশী ম্যাডাম তাদের পাকড়াও করে পাচার করেন ।

বটুক: তা আপনার সমস্যাটা কি?

তর: সমস্যা বলে সমস্যা! যেসব বাড়িতে ঐ অসহায় মেয়েগুলিকে আমি রাখি, সেখানে পুলিশের রেড হচ্ছে। কি কাণ্ড বলুন তো! অসহায় মেয়েদের উপরে পুলিশি অত্যাচার!(স্বর নীচু করে)আমার export এ তো ভীষণ লস্ হচ্ছে মা

তৃণা: তুই চাস আমি আগের থেকে কোথায় রেড হবে সেটা বলে দি ?

তর: হ্যাঁ মা .. আপনি তো অন্তরযামী — সবই জানেন –

হেবো: কিন্তু এতে তো রেট বেড়ে যাবে ।

পচা: কি রকম ?

হেবো: ত্তনাকে বারেবারে আসতে হবে ।

তর: আসবো ।

হেবো: বারেবারে ফি দিতে হবে ।

তর: দেবো ।
হেবো: জয় মাতিনা ।
নয়ন: কিন্তু এতো অন্যায় কাজ –আমরা এতে তো support দিতে পারি না ।
তর: কিসের অন্যায় নয়নবাবু! এতো ভাল কাজ| মানুষের entertainment এর জন্য—
পচা: রেড কবে থেকে শুরু হয়েছে?
তর: এই recently শুরু হয়েছে, সব নতুন পুলিশ ছোকরারা অতি উৎসাহে এইসব করছে।
পচা: তা আপনি আগে কখনো ধরা পড়েছেন কি?
তর: না! পুলিশ আমার শাড়ীর আচঁলটুকুও ছুঁতে পারেনি ।কিন্তু গোবরা বলে এক শালা মুদির দোকনের মালিক আঁচ করেছিল, এসে threat করেছিল| তো আমি simple মানুষ simple কাজ ভালোবাসি ।
বটুক: কি করলেন?
তৃণা: ম্যাডাম মল্লিকবাবুর কাছে গেলেন complain করতে।
হেবো: আমাদের MLA মল্লিক?
তর: হ্যাঁ নিরঞ্জন মল্লিক। simple মানুষ, আমার তো ভীষণ পছন্দের ।
(গদগদ স্বরে) উনি অ্যাকশান নিলেন--গোবরা আর ঝামেলা করেনি ।যাক গে, মা আপনি বলুন এবারে কোথায় রেড হবে?
তৃণা: আজ রাতেই তোর লোয়ার সারকুলার রোডের বাড়ীতে রেড হবে ।
তর: সেকি! সে তো সবচেয়ে বড়—আজ রাতেই? (কাঁদো কাঁদো স্বরে)
তৃণা: হ্যাঁ , সেখানের থেকে সবাইকে সরিয়ে তোর দমদমের বাড়ীতে এনে রাখ ।
তর: তাই হবে মা, নমস্কার।মাতিনার জয় হোক। (প্রস্থান করতে উদ্যত হয়)
তৃণা: আর হ্যাঁ – তুই নিজেও উপস্থিত থাকিস তোর মেয়েদের সাথে ঐ দমদমের বাড়ীতে না হলে কেউ পালিয়ে যেতে পারে সেরকম একটা সম্ভাবনা…
তর: (প্রস্থান করতে করতে)-সেটা হতেই দেবো না –আমি নিজে সদর দরজায় বসে থাকবো
(তর প্রস্থান করে)
নয়নঃ তৃনাদেবী, এটা তো খুব খারাপ কাজ হোল।
তৃনাঃ কেন? আমি ওকে সময়টা ঠিক বলেছি। জায়গাটা কিন্তু বলেছি ঠিক উলটো।
পচাঃ মানে?
হেবোঃ মানে আজ ওর বাড়িতেই রেড হবে বোকারাম – আমাদের ফীটাও এলো, সোস্যাল ওয়ার্কও হল। পুরো বামাল সমেত ক্যাপচার হবে। শুধু দুঃখ একটাই ম্যাডাম আর আসতে পারবেন না; ফিউচার মিষ্টি আর ফীটা মার গেল।
বটুকঃ তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল আজ রাতেই ওর দমদমের বাড়িতে রেড হচ্ছে।
তৃণাঃ ঠিক তাই।
বটুকঃ খেলাটা তো জব্বর খেলেছ। ওহো … আমার তো একটা ইম্পর্টান্ট কাজ ছিল। আমি আসছি এখুনি।
[বটুকের প্রস্থান]
হেবোঃ যাকগে যাক! নেক্সট খদ্দের … এই গান শুরু কর।

[টুসি ও নী গান ধরে ... নীরঞ্জন মল্লিকের প্রবেশ]

হেবোঃ উরিব্বাস!নীরঞ্জনদা আপনি?

নীরঞ্জনঃ কেন? চিনতে অসুবিধা হচ্ছে?

পচাঃ না, না, স্যার। আসুবিধা হবে কেন?

হেবোঃ কিন্তু স্যার, মানে ভাবছিলাম আপনার মতো পাওয়ারফুল লোকের আবার সমস্যা কি হতে পারে?

নীরঞ্জনঃ (ইতস্ততঃ ভাব করে) সমস্যা ... সমস্যা ... তা সমস্যা তো আছে বইকি। অনেক রকম ঝামেলায় ফেঁসে আছি।

নয়নঃ আপনি কি গোবিন্দ ঘোষালের মার্ডার কেসটার কথা বলছেন?

নীরঞ্জনঃ মার্ডার কেস ... সে তো আছেই। তবে আমার এখানে আসার কারণ অন্য। এই যে মা তিনা, আপনার তো অনেক নাম শুনলাম। আপনি নাকি ভূত ভবিষৎ সব বলে দিচ্ছেন। আমার পলিটিক্যাল ক্যরিয়রের ভবিষৎটা মানে ইলেকশনের রেসাল্টের ব্যাপারে ...

তৃণাঃ ভবিষৎ না অতীত! অতীতের কথাই তো আসলে জানতে চাস্। ওই মার্ডারের ব্যাপারটা।

নীরঞ্জনঃ হ্যাঁ ... হ্যাঁ ... ওই মার্ডারের জন্যই তো এবার এতো ঝামেলায় ফেঁসে গেছি। কিন্তু ওটার সঙ্গে তো আমার কোন সর্ম্পকই নেই।

নীঃ কিন্তু তরঙ্গিনীদেবী তো বললেন যে হেল্পের জন্য উনি আপনার কাছেই গিয়েছিলেন। তারপর আপনিই কিছু একটা action নেন।

নীরঞ্জনঃ পাগল! সে আমার কাছে এসেছিল ঠিকই। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম এই election-র বাজারে এসব রিস্ক কেউ নেয় নাকি?

হেবোঃ তাহলে খুনটা করল কে?

নয়নঃ হুম্! খুবই mysterious!

টুসিঃ mystery ... কি exciting!

[বটুকের প্রবেশ]

বটুকঃ ... Bye (ফোনে) ... কি exciting ব্যাপার শুনলাম। কি চলছে?

হেবোঃ আরে দুখীদা, ওই গোবিন্দ ঘোষালের মার্ডারের ব্যাপারটা ...

তৃণাঃ বটুক, মার্ডারের ব্যাপারে তোমার কিছু জানা আছে নাকি?

বটুকঃ না, মানে, এসব গোলমেলে ব্যাপারে আমার আর কী জানা থাকবে?

তৃণাঃ তোমারি তো সব কিছু জানা উচিৎ বটুক ... নাকি বীরেন?

নয়নঃ বীরেন? ...কে বীরেন?

তৃণাঃ নয়ন, তোমার তো জানার কথা। crime branch-র কাছ থেকে তোমরা কোন খবর পাওনা?

নয়নঃ crime branch ... মানে এই কি সেই drug smuggler বীরেন যাকে পুলিশ খুঁজছে কিন্তু কেউ কখন দেখেনি?

তৃণাঃ শুধু drug smuggling নয় নয়ন, এ শহরের মেয়ে পাচারের ব্যবসাটাও তো এ-ই চালায়।

নীরঞ্জনঃ মেয়ে পাচার? সে তো তরঙ্গিনীর ব্যবসা বলে জানতাম।

তৃণাঃ তরঙ্গিনী তো এ বহুরূপীর হাতের পুতুল মাত্র।

পচাঃ বহুরূপী?
তৃণাঃ হ্যাঁ এর তো অনেক রূপ। কখন তৃণার বটু, কখন smuggler বীরেন আবার কখন তরঙ্গিনীর বস্।
বটুকঃ এসব কি বাজে কথা বলছেন? কে smuggler? কে তরঙ্গিনীর বস্?
হেবোঃ আরে যে বস্ তরঙ্গিনীকে নীরঞ্জনদার কাছে পাঠিয়েছিল ওই গোবিন্দ ঘোষালের মার্ডারের ব্যাপারে?
নীরঞ্জনঃ গোবিন্দ ঘোষাল ... তার মানে সেই বস্ই কি আমাকে দিয়ে খুনটা করাতে চেয়েছিল।
তৃণাঃ ঠিক। যে কাজটা তুই না করায় ও নিজের হাতেই করেছিল।
বটুকঃ কে গোবিন্দ ঘোষাল? তাকে হঠাৎ আমি খুন করতে যাব কেন?
তৃণাঃ কারণ সে তোমার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তোমার এত লাভজনক মেয়ে পাচারের ব্যবসাটা ও পুলিশের কাছে ফাঁস করে দিতে চেয়েছিল।
বটুকঃ মেয়ে পাচারের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই।
তৃণাঃ যোগাযোগ নেই! পুলিশ তোমার সেল ফোনের হিস্ট্রি চেক করলেই তাতে তরঙ্গিনীর দমদমের বাড়ির ফোন নম্বরটা পাবে।
বটুকঃ না ... না ... এসব মন গড়া গল্প আমি অস্বীকার করছি।

[central light off. LS+RS with red color]

তৃণা+টাকলুঃ এই গলাটাও কি তুই অস্বীকার করিস?
পচাঃ আরে এ তো সেই গোবিন্দ ঘোষালের গলা।
তৃণা+টাকলুঃ যখন খুনটা করেছিলি তখন তো এই গলাটা খুব কাছ থেকে শুনেছিলি?
বটুকঃ শুনেছিলাম। তোকে খুন করার সময় শুনেছিলাম কিন্তু আর শুনতে চাই না।
[বটুক তৃণার গলা টিপে ধরে। বিভিন্ন চীৎকারে গন্ডগোল তৈরী হয়। নয়ন ছবি তোলে। হেবো যায় বাঁচাতে]
টুসিঃ নয়নদা ... নয়নদা
নীঃ কি হল ... কি হল
পচাঃ হেবোদা দেখ
নীরঞ্জনঃ আরে একি একি
[full light. No color. দেখা যায় বটুক মাটিতে পড়ে আছে। হেবো তার উপর। বাকিরাও উত্তেজিত]
নীরঞ্জনঃ এ ব্যাটাকে নিয়ে চল থানায়। ম্যাডাম (নী-কে) ওর সেল ফোনটা আগে বাজেয়াপ্ত করুন।

[নী সেল ফোন বের করে নেয়]

নীঃ চলুন।
নয়নঃ hello … hello … crime branch …
হেবোঃ পচা খেয়াল রাখিস।

[তৃণাকে তুলে টুসি চেয়ারে বসায়। এর মধ্যে বাকিরা বেরিয়ে গেছে]

টুসিঃ তৃণা তুই ঠিক আছিস তো? তুই এখানে বোস। আমি এখনি একজন ডাক্তার ডেকে আনছি।
টাকলুঃ মা, তুই ঠিক আছিস তো?
তৃণাঃ ও টাকলুদা, আপনি এখনো আছেন?
টাকলুঃ তোর উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল। কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। চিন্তা করিস না, তোর আলাদিনের দৈত্য শিগ্গির আসছে। ভাল থাকিস।

[হেবোর প্রবেশ]

হেবোঃ উফ্! কি ক্যাঁচাল মাইরি! ঝামেলার জেরে ক্ষিদে পেয়ে গেল। এখন McDonald-র french fry পেলে মন্দ হত না। ওহ্ সরি, আপনি কেমন আছেন?

তৃণাঃ কি বললেন? McDonald-র french fry?

হেবোঃ হ্যাঁ। আপনার পছন্দ নাকি!

তৃণাঃ ভীষণ!

হেবোঃ তাহলে চলুন mani square.